রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ২০, ২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিল্প মন্ত্রণালয়

স্বশাসিত সংস্থা-বিসিক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৫ আগস্ট ২০১১/ ১০ ভাদ্র ১৪১৮

নং **৩৬.০৬৫.০২২.০০.০১.০১৪.২০১০-২৮৫**—"জাতীয় লবণনীতি ২০১১" মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত জাতীয় লবণনীতি, ২০১১ জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হল ঃ

জাতীয় লবণনীতি-২০১১

ভূমিকা

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এর উপকূলীয় অঞ্চলে নভেম্বর হতে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে সমুদ্রের পানি থেকে সৌর পদ্ধতিতে সুদীর্ঘকাল যাবৎ লবণ উৎপাদিত হয়ে আস্‌ছে। সরকারী উদ্যোগে ১৯৬১ সন থেকে পরিকল্পিতভাবে লবণ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয় এবং অদ্যাবধি বিসিক সরকারের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে লবণ উৎপাদন পরিস্থিতি সফলতার সাথে মনিটরিং, লবণের গুণগত মান উন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রীর মধ্যে লবণ অন্যতম। লবণের কোন বিকল্প না থাকায় দেশের চাহিদা অনুযায়ী লবণের সরবরাহ নিশ্চিত করা সরকারের জন্য একান্ত জরুরি। স্বাধীনতা উত্তরকালে দীর্ঘ মেয়াদী লবণনীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হলেও নানাবিধ কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। সূর্যালোকের

মূল্য ঃ টাকা ১০.০০

স্থায়ীত্বের উপর লবণ উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে বিধায় আমাদের দেশে লবণ উৎপাদন আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল । আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব। অপরদিকে আবহাওয়া প্রতিকূল হলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয় না এবং সে ক্ষেত্রে আমদানীর মাধ্যমে ঘাটতি পূরণ করে লবণের বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে। চাহিদার তুলনায় লবণ উৎপাদন কম হওয়ায় নিকট অতীতেও লবণ আমদানীর মাধ্যমে লবণের ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে। লবণের চাহিদা পূরণের জন্য লবণ চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, সময়মত লবণ চাষ, চাষী ও মিল মালিকদেরকে আনুষাংগিক সহায়তা প্রদান, লবণের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ এবং লবণ উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারকে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে।

দীর্ঘদিন যাবৎ কক্সবাজার জেলার সব ক'টি উপজেলা এবং চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলায় লবণ উৎপাদন কার্যক্রম চলছে। বিগত ২০০৯-২০১০ লবণ উৎপাদন মৌসুমে কক্সবাজার-চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৬৭,৭৫১ একর জমিতে ৪৩,৫৫৩ জন চাষী লবণ উৎপাদন কার্যক্রমে সরাসরি জড়িত ছিল। আমাদের দেশে সৌর পদ্ধতিতে উৎপাদিত মোট লবণের মধ্যে ৩০% সাদা (পলিথিন পদ্ধতি), ২০% হালকা সাদা (মাঠ ওয়াশ) এবং ৫০% কাঁদামাটি মিশ্রিত কালো লবণ। ২০০৯-২০১০ লবণ মৌসুমে ১৩.৫০ লক্ষ মেঃ টন লবণ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৭.০৭ লক্ষ মেঃ টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত লবণ উৎপাদনের বিকল্প এলাকা গড়ে তোলার লক্ষ্যে খুলনা-সাতক্ষীরা অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে লবণ উৎপাদনের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে এবং ইতোমধ্যে শ্যামনগর, আশাশুনি ও কয়রা উপজেলায় লবণ চাষ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০০৯-২০১০ লবণ মৌসুমে খুলনা-সাতক্ষীরা অঞ্চলে লবণ উৎপাদন হয়েছে ০.০৩৫ লক্ষ মেঃ টন। দেশের এ লবণ শিল্পের উন্নয়ন, উৎপাদন, বিপণন, পরিশোধন এবং বাজারজাতকরণ ইত্যাদি কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৫ লক্ষ লোক জড়িত রয়েছে।

লবণকে খাবার উপযোগী করার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় স্থাপিত ও বিসিক কর্তৃক নিবন্ধনকৃত লবণ পরিশোধন কারখানাগুলোতে লবণ পরিশোধন করে বাজারজাত করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত শিল্প কারখানায় শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে বিশেষ গুণগতমানের লবণ উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়। লবণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উৎকৃষ্ট এবং অধিক পরিমাণ লবণ উৎপাদনের জন্য পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। যার দরুন এ পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন সনাতন পদ্ধতির চেয়ে শতকরা ৩০ ভাগ বেশী হয়। এতে লবণে কাদার পরিমাণ কম থাকায় এ ধরনের লবণের বাজারমূল্যও তুলনামূলকভাবে বেশি। সাম্প্রতিককালে পলিথিন পদ্ধতিতে উৎপাদিত লবণের বাজার মূল্য বেশি হওয়ায় এবং এ পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে প্রতি বছরই পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদনের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও ইউনিসেফের সহযোগিতায় আয়োডিন ঘাটতিজনিত রোগ প্রতিরোধকল্পে ২৬৭টি লবণ পরিশোধন কারখানায় বিনামূল্যে আয়োডিন মিশ্রণ প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও নতুনভাবে স্থাপিত লবণ মিলে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা / উদ্যোক্তাগণ নিজ খরচে আয়োডাইজেশন প্লান্ট স্থাপন করছে। এ পর্যন্ত দেশে স্থাপিত আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন মিলের সংখ্যা ৩০০ টি। ভোজ্য লবণে পরিমিত পরিমাণে আয়োডিন মিশ্রণের লক্ষ্যে সকল মিলে পটাশিয়াম আয়োডেট নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আয়োডিনবিহীন ভোজ্য লবণ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করে ১৯৮৯ সালে আইন পাশ করা হয়েছে এবং ১৯৯৪ সালে এ সংক্রান্ত সরকারী বিধিমালা জারি করা হয়েছে।

মুক্তবাজার অর্থনীতির বর্তমান প্রতিযোগিতায় দেশে অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের সাথে সাথে লবণ শিল্পের উন্নয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ খাতের শিল্প বিকাশে বে-সরকারী খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করতঃ বে-সরকারী উদ্যোক্তাদের লবণ চাষে উৎসাহিত করার জন্য এবং নতুন উদ্যোক্তাদের লবণ চাষে উদ্বুদ্ধকরণে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।

দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে, বিশেষ করে, উপকূলীয় এলাকায় যে সমস্ত জমিতে কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট উন্নত নয় সে সমস্ত এলাকায় লবণ চাষের জন্য অগ্রাধিকার প্রদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া লবণ শিল্পের উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন পরিশোধন কারখানার উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটছে, এসব কারখানা শ্রমঘন হওয়ায় বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে।

লবণনীতি প্রণয়নকালে এর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। উন্নত-মানের লবণ উৎপাদন ও লবণ বাজারজাত করে চাষীদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারলে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশ হতে লবণ আমদানীর প্রয়োজন হবেনা। বিষয়টি জরুরী বিবেচনা করে সরকার একটি সুষ্ঠু জাতীয় লবণনীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জাতীয় লবণনীতি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় বিসিকের মাধ্যমে সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে। এ বিষয়ে বিসিক এর দক্ষ জনবলের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় লবণ চাষ, লবণ পরিশোধন এবং ভোজ্য লবণে আয়োডিনযুক্তকরণের বিষয়ে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণে ভূমিকা রাখবে।

অধ্যায় -১
লবণনীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য

১.১) দেশে বছর ভিত্তিক লবণের চাহিদা নিরূপন এবং দেশের চাহিদা মোতাবেক লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কি কি প্রক্রিয়া ও কি কি প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে - তা নিরূপণ ও উন্নতমানের লবণ উৎপাদনের কৌশল নির্ধারণ;

১.২) লবণ চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং একর প্রতি লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ;

১.৩) কালো লবণ উৎপাদনে চাষীদেরকে নিরুৎসাহিত করার উদ্যোগ গ্রহণ ও সাদা লবণ উৎপাদনের লক্ষ্যে লবণ চাষে আনীত জমিতে বিসিক উদ্ভাবিত পলিথিন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অধিক পরিমাণ লবণ উৎপাদনের জন্য ১০০% জমিতে পলিথিনের ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পাশাপাশি স্বল্পমূল্যে বিকল্প উন্নত/লাগসই কারিগরী প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ;

১.৪) শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত লবণের মান যাতে আন্তর্জাতিক সম-পর্যায়ে উন্নীত করা যায় এবং মূল্য যাতে আন্তর্জাতিক মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

১.৫) লবণ মাঠ জরিপের মাধ্যমে লবণ চাষে আনীত জমির পরিমাণ, চাষীর সংখ্যা ও লবণ মিলের সংখ্যা নিরূপণ করে উৎপাদন মৌসুমে লবণ চাষীর সংখ্যা নিরূপণ ও লবণ মিল মালিকদের ব্যাংক ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান হতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যাপারে সরকারী আনুকূল্য প্রদান;

১.৬) লবণ চাষীদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণসহ আপদকালীন সময়ের জন্য বাফার ষ্টক এর ব্যবস্থা করণ;

১.৭) আয়োডিন অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন ১৯৮৯ এবং বিধিমালা ১৯৯৪, বিএসটিআই অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ মোতাবেক স্বাস্থ্যসম্মত অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন, ভেজালমুক্ত এবং আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান;

১.৮) উৎপাদিত লবণ সংরক্ষণ, সরবরাহ এবং বাজারজাতকরণের কৌশল নির্ধারণ;

১.৯) বিশেষ পরিস্থিতিতে চাহিদা অনুযায়ী দেশের জন্য প্রয়োজনীয় লবণ আমদানীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

১.১০) রসায়ন ও অন্যান্য উপাদান প্রস্তুতের জন্য এবং শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন এর লবণ আমদানীর সুবিধা প্রদান;

অধ্যায়-২

লবণের সংজ্ঞা ও লবণের শ্রেণী বিভাগ

২.১ লবণের সংজ্ঞা ঃ

আমাদের দেশে সাধারণতঃ উপকূলীয় এলাকার জমিতে সমুদ্রের পানি রোদে শুকিয়ে যে তলানী পাওয়া যায় তা সাধারণ ক্রুড লবণ হিসেবে বিবেচ্য। বর্তমানে ৩(তিন) ধরনের ক্রুড লবণ উৎপাদন হয়ে থাকে যেমন ঃ (ক) পলিথিন পদ্ধতিতে উৎপাদিত সাদা লবণ, (খ) হালকা সাদা (মাঠ ওয়াশ) লবণ এবং (গ) কাদা মিশ্রিত কালো লবণ। উৎপাদিত ক্রুড লবণ দেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত লবণ রিফাইনিং মিলে পরিশোধন ও ক্রাশিং করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার উপযোগী করা হয়ে থাকে।

২.২ লবণের শ্রেণী বিভাগ ঃ

লবণ ব্যবহারের প্রকারভেদ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ৩ (তিন)টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ঃ

(ক) ভোজ্য লবণ,

(খ) হাঁস, মুরগী, মৎস্য ও গবাদিপশু খাদ্যের লবণ এবং

(গ) শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত লবণ।

(ক) ভোজ্য লবণ ঃ মানুষ প্রতিদিন খাদ্যে যে আয়োডিনযুক্ত লবণ (সাধারণ লবণ) ব্যবহার করে থাকে তা ভোজ্য লবণ। আয়োডিনের অভাব জনিত রোগ প্রতিরোধে ১৯৮৯ সালের আইন ও ১৯৯৪ সালের বিধিমালা মোতাবেক ভোজ্য লবণে জলীয় অংশের পরিমাণ উহার অশুষ্ক নমুনার ওজনের ৬.০ শতাংশের বেশী হবে না এবং শুষ্ক ওজনের ভিত্তিতে (১) সোডিয়াম ক্লোরাইড কমপক্ষে ৯৭.০ শতাংশ (২) অদ্রবণীয় পদার্থ অনধিক ০.১ শতাংশ (৩) দ্রবণীয় পদার্থ অনধিক ৩.০ শতাংশ এবং (৪) আয়োডিনের পরিমাণ উৎপাদনের সময় ৫০ পিপিএম ও বিক্রয়ের সময় ন্যূনতম ২০ পিপিএম উপাদান থাকবে।

(খ) হাঁস, মুরগী, মৎস্য ও গবাদি পশু খাদ্যের লবণ ঃ হাঁস, মুরগী, মৎস্য ও গবাদি পশু খাদ্য প্রস্তুত (মেশিনে প্রস্তুত ও কৃষক পর্যায়) করণের জন্য ব্যবহৃত পরিশোধিত সাধারণ লবণ।

(গ) শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত লবণ ঃ লবণ ব্যবহারের ক্ষেত্র হিসেবে শিল্পের কাঁচামালকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় ঃ

(১) শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হিসেবে নির্দিষ্ট মানের লবণ ব্যবহার করে লবণ থেকে অন্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করা (কষ্টিক সোডা, ক্লোরিন ইত্যাদি) এবং শিল্প ইউনিট ভেদে লবণের মানের তারতম্য হতে পারে।

(২) বিভিন্ন শিল্প কারখানায় অন্য কাঁচামালের সাথে সহযোগী হিসেবে লবণ ব্যবহার করা হয় (সাবান ও ডিটারজেন্ট প্রস্তুতে, কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য, খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুতে, আইস প্লান্ট, কাপড় ও পাটের রংকরণ কাজে ইত্যাদি)। এ ক্ষেত্রে লবণ পরিবর্তিত হয়ে অন্য উৎপাদ উৎপন্ন হয় না, শুধুমাত্র সহযোগী হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

অধ্যায়-৩

লবণের চাহিদা

লবণ একটি অতি প্রয়োজনীয় বিকল্পহীন পণ্য। ইহা মনুষ্য খাদ্যে ব্যবহারের পাশাপাশি পশু ও মৎস্য খাদ্য হিসেবে এবং বিভিন্ন শিল্পে (চামড়াজাত শিল্প, রসায়ন শিল্প, খাদ্য শিল্প, বস্ত্র শিল্প ও অন্যান্য) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিনিয়ত ভোজ্য লবণের চাহিদা বাড়ছে। একই ভাবে দেশে মৎস্য সম্পদ ও পশু সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া সহ শিল্প স্থাপনের সংখ্যা পূর্ববর্তী যে কোন সময়ের চেয়ে বেশী হওয়ায় এ খাতেও লবণের চাহিদা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে কোন কোন খাতে বার্ষিক কি পরিমাণ লবণের চাহিদা রয়েছে তা নিরূপণের জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় এনে নমুনা জরিপ, পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ মৎস্য ও পশু সম্পদ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত, পুষ্টি বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটের মতামত, বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের মতামত, জাতীয় শিল্প ইউনিট সমূহের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ, ইউনিসেফ প্রদত্ত তথ্য, এবং সর্বোপরি বিশেষ করে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে একাধিকবার লবণের বার্ষিক চাহিদা নিরূপণ হয়ে থাকে ।

২০০৪ সনে পুনঃগঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশকে ভিত্তি ধরে ২০১০ সনে দেশে মোট ১৪.৭৫ কোটি জনসংখ্যা হিসেবে প্রতিজন প্রতিদিনে প্রায় ১৭ গ্রাম লবণ ব্যবহার করলে বার্ষিক যে চাহিদা দাড়ায় তা নিম্নরূপ ঃ

(১)	ভোজ্য লবণ	ঃ	৮.৭০ লক্ষ মেঃ টন।
(২)	হাঁস,মুরগী, মৎস্য ও গবাদি পশুখাদ্যের লবণ	ঃ	২.০৬ লক্ষ মেঃ টন।
(৩)	শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত লবণ	ঃ	২.৫৭ লক্ষ মেঃ টন।
	মোট	ঃ	**১৩.৩৩ লক্ষ মেঃ টন।**

২০০৪ সালে পুনঃগঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক নিরূপিত চাহিদাকে মূল ভিত্তি ধরে ২০১০ সাল পর্যন্ত এবং ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত আদমশুমারী অনুযায়ী আগামী ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়ের জন্য লবণের চাহিদার একটি প্রজেকশন নিম্নে উল্লেখ করা হলো। তবে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক প্রতিবছর বাস্তবতার আলোকে লবণের চাহিদা নিরূপণ করা যেতে পারে।

বৎসর	জনসংখ্যা (কোটি হিসেবে)	ভোজ্য লবণের বার্ষিক চাহিদা (লক্ষ মেঃটন)	শিল্প খাতে ব্যবহার্য লবণের বার্ষিক চাহিদা (লক্ষ মেঃটন) ***	হাঁস, মুরগী, মৎস্য ও গবাদি পশু খাদ্যে লবণ ***	মোট বার্ষিক চাহিদা (লক্ষ মেঃটন)
১	২	৩	৪	৫	৬
২০০৪	১৩.৫০	৭.৯৮*	১.৯২	১.৫৪	১১.৪৪
২০০৫	১৩.৭০	৮.০৮	২.০২	১.৬২	১১.৭২
২০০৬	১৩.৯০	৮.২০	২.১২	১.৭০	১২.০২
২০০৭	১৪.১১	৮.৩২	২.২২	১.৭৮	১২.৩২
২০০৮	১৪.৩২	৮.৪৫	২.৩৩	১.৮৭	১২.৬৫
২০০৯	১৪.৫৩	৮.৫৭	২.৪৫	১.৯৬	১২.৯৮
২০১০	১৪.৭৫	৮.৭০	২.৫৭	২.০৬	১৩.৩৩
২০১১	১৪.৯৪**	৮.৮১**	২.৭০	২.১৭	১৩.৬৮
২০১২	১৫.৬৯	৯.২৫	২.৮৪	২.২৭	১৪.৩৬
২০১৩	১৬.৪৭	৯.৭১	২.৯৭	২.৩৮	১৫.০৬
২০১৪	১৭.২৯	১০.২০	৩.১১	২.৪৯	১৫.৮০
২০১৫	১৮.১৫	১০.৭০	৩.২৭	২.৬১	১৬.৫৮

* ২০০৪ সালের পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে ২০১০ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১.৪৮ ভাগ হিসেব করে লবণের ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে।

** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত আদমশুমারীর প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী দেশে জনসংখ্যার পরিমাণ ১৪.২৩ কোটি এর Final Adjustment Rate (৫%) হারে বৃদ্ধি হিসেবে ধরে ২০১১ সালের জনসংখ্যার পরিমাণ ১৪.৯৪ কোটি ধরে ভোজ্য লবণের চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছে।

*** শিল্প খাত এবং পশু ও মৎস্য খাতে প্রবৃদ্ধি শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি করে লবণের ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে।

অধ্যায়-৪

লবণ উৎপাদন কৌশল

৪.১) জরিপের মাধ্যমে লবণ চাষে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ও চাষীর সংখ্যা নিরূপণ ঃ

সরকারের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিসিক দীর্ঘদিন যাবৎ লবণ উৎপাদন এলাকায় কি পরিমাণ জমিতে লবণ চাষ হয় এবং কত জন লবণ চাষী লবণ চাষে নিয়োজিত আছেন এ কাজটি দক্ষতা ও সফলতার সাথে নিরূপণ করে আসছে। আগামীতে বিসিক, স্হানীয় প্রশাসন, লবণ চাষী কল্যাণ সমিতির একজন প্রতিনিধি এবং লবণ মিল মালিক সমিতির একজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির মাধ্যমে উক্ত কাজটি যথাযথভাবে সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করবে। এ কাজে ডিএই'র (কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের) একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৪.২) নব উদ্ভাবিত পলিথিন পদ্ধতি প্রয়োগ ঃ

আমাদের দেশে লবণের উৎপাদন মাত্রা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম এবং লবণের গুণগত মান কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা নিম্নমানের (যেমন কালো লবণ)। নব উদ্ভাবিত পলিথিন পদ্ধতিতে উৎপাদিত লবণের গুণগতমান ও লবণ উৎপাদনের পরিমাণ বেশী হওয়ায় এবং দাম বেশী পাওয়ার ফলে স্থানীয় লবণ চাষীগণ আরো অধিক পরিমাণ জমিতে পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ চাষ করছেন। ফলে লবণ উৎপাদনের পরিমাণ অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে বেশী হচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সরকারী পর্যায়ে পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। বর্তমানে মোট লবণ চাষযোগ্য জমির মধ্যে ২৫% জমিতে পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ চাষ হচ্ছে। লবণ চাষযোগ্য অবশিষ্ট ৭৫% জমিতে পলিথিন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে লবণ উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে লবণ চাষীদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পলিথিন সরবরাহ, প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্রচারণা কার্যক্রম আরো জোরদার করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৪.৩ কক্সবাজার-চট্টগ্রাম এর বিকল্প এলাকা চিহ্নিতকরণ ঃ

(ক) কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম লবণ উৎপাদন এলাকার বিকল্প এলাকা হিসেবে খুলনা-সাতক্ষীরা অঞ্চলে ০৩টি উৎপাদন কাম প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি পটুয়াখালী ও বরগুণা জেলার উপকূলীয় অঞ্চলকে এ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দেশের অন্যান্য সমুদ্র উপকূল বিশেষ করে নোয়াখালী, ফেনী এবং লক্ষীপুর এলাকায় জরিপ করে নতুন নতুন এলাকা চিহ্নিত করার ব্যবস্হা গ্রহণ করা হবে।

(খ) আইলা ও সিডর প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উপকূলীয় এলাকার অনেক জমিতে চিংড়ী চাষ বন্ধ রয়েছে। এছাড়াও কিছু কিছু চিংড়ী চাষযোগ্য জমিতে শুষ্ক মৌসুমে জোয়ারের পানি না উঠায় চিংড়ী চাষ কার্যক্রম ব্যাহত হয়। উক্ত চিংড়ী চাষের জমিগুলোতে লবণ চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ উপকূলীয় এলাকার একই জমিতে লবণ, চিংড়ি ও ধান চাষ করে জমির বহুমাত্রিক ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ করা হবে।

(গ) চিংড়ী চাষের জমির মধ্যে যে সকল জমিতে ফসল আবাদ সম্ভব নয় সে সকল জমিতে লবণ চাষের উদ্যোগ নেয়া হবে।

(ঘ) কক্সবাজার ও চট্টগ্রামসহ অন্যান্য জেলার সংরক্ষিত, রক্ষিত, অর্পিত ও গেজেটভুক্ত বনভূমিতে লবণ চাষ করা যাবে না। বনভূমি হতে নিরাপদ দূরত্বে লবণ চাষের ভূমি চিহ্নিত করা হবে।

(ঙ) লবণ উৎপাদন এলাকা সম্প্রসারণে নতুন এলাকা চিহ্নিত করার সময় ফসলী জমি যেন অন্তর্ভুক্ত না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।

৪.৪ কালো লবণ উৎপাদন এবং তা বাজারজাতকরণে চাষীদের নিরুৎসাহিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ ঃ

সনাতন পদ্ধতিতে জমি থেকে লবণ সংগ্রহের সময় সাদা লবণের সাথে কাদা মিশ্রিত হয়ে কালো লবণ উৎপন্ন হয়, ফলে লবণের গুণগতমান ক্ষুন্ন হয়। এ বিষয়ে উন্নত লবণ মাঠ প্রস্তুতের জন্য বিসিক কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে। কাদামাটি মিশ্রিত লবণ উৎপাদন ও ক্রয় বিক্রয়ে নিরুৎসাহিত করার বিষয়েও বিসিক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখবে। প্রয়োজনে আইন করে তা বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪.৫) একর প্রতি লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ ঃ

সৌর পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়। অপরদিকে প্রতিকূল আবহাওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয় না এবং সে ক্ষেত্রে লবণ আমদানীর মাধ্যমে ঘাটতি পূরণ করে বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে একর প্রতি ১২-১৮ মেঃ টন লবণ উৎপাদন হয়, যা উন্নত প্রযুক্তি ও যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে একর প্রতি ২৫ মেঃ টন লবণ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর জন্য বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে।

৪.৬) প্রাকৃতিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার হাত হতে লবণ উৎপাদন এলাকা রক্ষার্থে সরকারী উদ্যোগ ঃ

(ক) প্রাকৃতিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার হাত হতে লবণ উৎপাদন এলাকার লবণ জমি রক্ষা কল্পে প্রয়োজনীয় বেড়ী বাঁধ নির্মাণ, সংরক্ষণ ও মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ডকে রাষ্ট্রীয় নীতিমালার আলোকে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

(খ) পানি উন্নয়ন বোর্ডের ধান চাষের জন্য প্রণীত প্রকল্পের বিপরীতে নির্মিত বেড়ীবাঁধের অভ্যন্তরে লবণ চাষ করা হয়ে থাকে, যা স্বাভাবিক জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা হতে নিরাপদ। কিন্তু কখনো অতি বন্যা বা জলোচ্ছ্বাসে বেড়ীবাঁধ ভেংগে বা ক্ষতিগ্রস্হ হলে তা পানি উন্নয়ন বোর্ড মেরামত বা পুনঃ নির্মাণ করে। বেড়ীবাঁধের বাহিরে লবণ চাষের বিষয়টি নিরূৎসাহিত করণের লক্ষ্যে বেড়ীবাঁধের বাহিরে লবণ চাষ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনী ব্যবস্হা গ্রহণ করা হবে।

৪.৭) লবণ উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ, সরবরাহ ও বাজারদর প্রভৃতির তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ঃ

দেশে উৎপাদিত মোট লবণের প্রায় শতভাগ লবণ ক□বাজার ও চট্টগ্রাম উপকূলীয় এলাকার স্থানীয় লবণ চাষীদের মাধ্যমে বে-সরকারীভাবে উৎপাদিত হয়ে থাকে। উৎপাদিত লবণ স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ ক্রয় করে দেশের বিভিন্ন লবণ মিলে সরবরাহ করে থাকে। অতঃপর লবণ মিল মালিকরা তাদের কারখানায় লবণ রিফাইনিং ও ক্রাশিং করে ভোজ্য ও শিল্প খাতে ব্যবহার উপযোগী লবণ বাজারজাত করে থাকে। লবণ উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণ প্রতিটি ক্ষেত্রে বিসিক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও পরিধারণ করে থাকে এবং তা নিয়মিতভাবে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর/এজেন্সীতে সরবরাহ করে থাকে। উক্ত কার্যক্রমটি বিসিক এবং বিনিয়োগ বোর্ডের আওতায় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

৪.৮) লবণের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণসহ আপদকালীন সময়ের জন্য বাফার ষ্টকের ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

প্রান্তিক চাষীদের লবণের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি এবং বাজারে লবণের সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে সরকারী পর্যায়ে প্রতিবছর কমপক্ষে ১.০০ (এক) লক্ষ মেঃ টন লবণ উন্মুক্ত বাজার হতে অথবা মিল হতে প্যাকেটজাত ভোজ্য লবণ সংগ্রহ করে বিসিকের মাধ্যমে মজুদ ভান্ডার গড়ে তোলা হবে। এ ব্যবস্থা লবণের আপদকালীন সমস্যা দূর করতে সহায়ক হবে এবং চাষীদের লবণের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে অবদান রাখবে। ১.০০ লক্ষ মেঃ টন লবণ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম/অবকাঠামো তৈরীর লক্ষ্যে জমি প্রাপ্তি এবং গুদাম নির্মাণে বিসিক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারের নিকট হতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪.৯) লবণ চাষী ও লবণ মিল মালিকদের ব্যাংক ঋণ এর ব্যবস্থা করণ ঃ

দেশে প্রান্তিক লবণ চাষীরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল বিধায় লবণ উৎপাদন মৌসুমে ব্যাংক সমূহ সহজ শর্তে তাদের ঋণ প্রদান করবে। এছাড়া চাষীদের উৎপাদিত লবণ ক্রয় করে সারা বছরের জন্য মজুদ রাখার লক্ষ্যে লবণ মিল মালিকদেরকেও সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এতে লবণ চাষীগণ সময়মত তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাবে এবং তারা লবণ উৎপাদনে অধিকতর আগ্রহী হবে। ফলশ্রুতিতে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে আর লবণ আমদানীর প্রয়োজন হবে না।

৪.১০) রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহার উপযোগী লবণ উৎপাদন ঃ

দেশের রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহার উপযোগী লবণ উৎপাদনে বিসিক এবং বিসিএসআইআর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে যাতে আগামীতে রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত লবণে দেশ স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে।

৪.১১) লবণ আমদানী নিরূৎসাহিত করণ ঃ

স্বাভাবিক অবস্থায় লবণ আমদানীর প্রয়োজন নেই, তবে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত লবণের দ্বারা চাহিদা পূরণ করা সম্ভব না হলে শিল্প মন্ত্রণালয় আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে লবণ আমদানীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পদক্ষেপ নিতে হবে। মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে আমদানী নিরূৎসাহিত করা না গেলে যৌক্তিক হারে শুল্ক আরোপের মাধ্যমে ক্রুড লবণ আমদানী নিরূৎসাহিত করণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। একইভাবে চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বোল্ডার লবণ (কাঁচালবণ) আমদানীর ব্যাপারেও যৌক্তিক হারে কর আরোপের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এ ব্যাপারে শিল্প মন্ত্রণালয় এর মতামত/সুপারিশের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাণিজ্য নীতিমালার আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.১২) আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন ১৯৮৯ ও বিধিমালা ১৯৯৪ মোতাবেক আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন ঃ

(ক) আয়োডিন অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন ১৯৮৯ ও বিধিমালা ১৯৯৪ মোতাবেক কোন ব্যক্তি আয়োডিন মিশ্রিত ভোজ্য লবণ ব্যতীত অন্য কোন ভোজ্য লবণ উৎপাদন, গুদামজাত, বিতরণ বা প্রদর্শন করতে পারবেন না। বিসিক আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদনে সহায়তা ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে বিধায় উক্ত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

(খ) মানব শরীরে আয়োডিন অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রণীত "আয়োডিন অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৯" বর্তমানে বলবৎ আছে। কিন্তু এ আইনটিতে লবণ শিল্পের সার্বিক বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত নেই। এ জন্য লবণ শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি আইন প্রণয়নের বিষয় পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪.১৩) উন্নত প্রযুক্তি সংগ্রহ এবং প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ

একর প্রতি লবণ উৎপাদন মাত্রা বৃদ্ধি ও গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদেশ হতে উন্নত প্রযুক্তি সংগ্রহ এবং তা প্রয়োগের উদ্যোগ নেয়া হবে। এছাড়া লবণ শিল্পের উন্নয়নে বিদেশের গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনকল্পে সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত দলের বিভিন্ন দেশ সফরের ব্যবস্থা করা হবে ।

অধ্যায়-৫

লবণনীতি বাস্তবায়নে নীতি কৌশল

৫.১) লবণের চাহিদা নিরূপন, লবণ নীতি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি ঃ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৯৮ সনে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি পুনর্গঠিত করে লবণের চাহিদা নিরূপন, লবণ নীতি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। পুনর্গঠিত কমিটি নিম্নরূপ ঃ

১।	অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	-	চেয়ারম্যান
২।	চেয়ারম্যান, বিসিক	-	সদস্য
৩।	প্রতিনিধি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৪।	প্রতিনিধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	-	সদস্য
৫।	প্রতিনিধি, খাদ্য ও দুর্যোগব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৬।	প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৭।	প্রতিনিধি, ভূমি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৮।	প্রতিনিধি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৯।	প্রতিনিধি, বিনিয়োগ বোর্ড	-	সদস্য
১০।	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	-	সদস্য
১১।	সভাপতি, বাংলাদেশ লবণ মিল মালিক সমিতি	-	সদস্য
১২।	সভাপতি, কক্সবাজার শিল্প বণিক সমিতি, কক্সবাজার	-	সদস্য
১৩।	প্রতিনিধি, এফবিসিসিআই	-	সদস্য
১৪।	পরিচালক, বাংলাদেশ পুষ্টি বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট, ঢাকা।	-	সদস্য
১৫।	সভাপতি, বাংলাদেশ লবণ উৎপাদনকারী (লবণ চাষী) সমিতি।	-	সদস্য
১৬।	সভাপতি, চট্টগ্রাম শিল্প বণিক সমিতি।	-	সদস্য
১৭।	উপ-সচিব, রাজনৈতিক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	-	সদস্য
১৮।	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক), কক্সবাজার।	-	সদস্য
১৯।	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, কক্সবাজার।	-	সদস্য
২০।	পরিচালক (প্রকল্প), বিসিক, ঢাকা।	-	সদস্য-সচিব

বর্ণিত কমিটি ২০১৫ সাল পর্যন্ত লবণের চাহিদা নিরূপন এবং মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করবে।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(ক) ভোজ্য লবণের চাহিদা নিরূপনের নিমিত্তে পরিবার-পরিকল্পনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট, বিসিক এবং ইউনিসেফ কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। মৎস্য ও পশু খাদ্যে লবণের চাহিদা নিরূপনের জন্য মৎস্য ও পশু সম্পদ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে লবণের চাহিদা নিরূপনের জন্য বিভিন্ন শিল্প ইউনিট ও শিল্প ইউনিটগুলোর ট্রেড বডি সমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

(খ) কমিটি ষান্মাসিক ভিত্তিতে লবণ সংক্রান্ত বিষয়ে সভা করে সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করবে।

(গ) কমিটি ৬ মাস অন্তর অন্তর আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে লবণের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির বিষয়টি সরকারকে অবহিত করবে। লবণ সংক্রান্ত বিষয়ে সভা করে সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করবে।

(ঘ) লবণের চাহিদা নিরূপণ, লবণনীতি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি' দেশে লবণের চাহিদা, উৎপাদন, মজুদ পরিস্থিতি, চাষীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা, উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত পানি উন্নয়ন উন্নয়ন বোর্ডের বেড়ী বাঁধের অবস্থা এবং লবণ আমদানীর প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে বিসিক/শিল্প মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে এবং সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় পরামর্শ উপস্থাপন করবে।

৫.২) **লবণ উৎপাদন তথ্য সংগ্রহ ঃ**

ক) বিসিক স্থানীয় লবণ চাষীদের নিকট হতে লবণ উৎপাদনের তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। লবণ উৎপাদনের তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে।

খ) সংগৃহীত তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করে লবণ উৎপাদন প্রতিবেদন প্রস্তুত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারকে অবহিত করা হবে।

গ) লবণ উৎপাদনের তথ্যের সঠিকতা যাচাইয়ের ব্যাপারে বিসিক, স্থানীয় প্রশাসন, লবণ মিল মালিক সমিতি, লবণ চাষী কল্যাণ পরিষদ ও কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের প্রতিনিধিসহ যৌথভাবে জরীপ পরিচালনা করা হবে।

(ঘ) সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের সমন্বয়ে বিসিকের আওতায় একটি লবণ তথ্য ভান্ডার (Salt Database) তৈরী করা হবে।

৫.৩) জরীপের মাধ্যমে লবণ চাষে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ও চাষীর সংখ্যা নিরূপণ ঃ

(ক) বিসিক, স্থানীয় প্রশাসন, মিল মালিক সমিতি, লবণ চাষী কল্যাণ সমিতি এবং কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের প্রতিনিধি সমন্বয়ে লবণ চাষে আনীত জমির পরিমাণ নিরূপণ করা হবে।

(খ) বিসিক, স্থানীয় প্রশাসন, মিল মালিক সমিতি, লবণ চাষী কল্যাণ সমিতি ও কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের প্রতিনিধি সমন্বয়ে লবণ চাষে নিয়োজিত চাষীর সংখ্যা নিরূপন করা হবে এবং লবণ চাষীদেরকে পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্হা নেয়া হবে।

(গ) লবণ চাষযোগ্য খাসজমি সংশ্লিষ্ট লবণচাষীদের অনুকূলে বরদ্দ প্রদানের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

(ঘ) উপকূলীয় এলাকার যে সব জমিতে ফসল আবাদ সম্ভব নয়, সে সব জমি লবণ চাষের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

(ঙ) উপকূলীয় এলাকার সরকারী খাস জমি ভূমি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় জেলা প্রশাসন এবং বিসিকের তত্ত্বাবধানে প্রকৃত ভূমিহীন ও প্রান্তিক লবণ চাষীদের মাঝে সহজ শর্তে ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৫.৪) লবণ চাষের আওতাধীন জমিতে শতভাগ পলিথিন ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ ঃ

(ক) বর্তমানে মোট লবণ চাষযোগ্য জমির মধ্যে ২৫% জমিতে পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ চাষ হচ্ছে। লবণ চাষযোগ্য অবশিষ্ট ৭৫% জমিতে পলিথিন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে লবণ উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(খ) পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ চাষের জন্য লবণ চাষীদেরকে স্বল্প মূল্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিবেশ বান্ধব/জৈব পচনশীল (Eco-Friendly/Bio-degradable) পলিথিন সরবরাহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

(গ) লবণ চাষীদের পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

(ঘ) পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ চাষের বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণামূলক কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

(ঙ) সাদা লবণ উৎপাদনের লক্ষ্যে পলিথিনের পরিবর্তে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা জোরদার করা হবে।

৫.৫) উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নতমানের লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি ঃ

(ক) লবণের প্রযুক্তিগত ও গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং তা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(খ) শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে বিশেষ গুণগত মানের লবণ (Chemical Composition) উৎপাদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

(গ) উন্নতমানের সাদা লবণ উৎপাদনে লবণ চাষীদেরকে উৎসাহিত করা। কাঁদামাটি মিশ্রিত লবণ উৎপাদন/ক্রয়-বিক্রয়ে নিরুৎসাহিত করার ব্যবস্হা গ্রহণ করা হবে।

(ঘ) লবণ শিল্পের উন্নয়নে বিদেশের গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনকল্পে সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত টিমের অপরাপর দেশ সফরের ব্যবস্থা করা হবে।

৫.৬) কালো লবণ উৎপাদন নিরুৎসাহিতকরণ ঃ

(ক) কালো লবণ উৎপাদনের ফলে লবণের গুণগত মান ক্ষুন্ন হয় বিধায় কালো লবণ উৎপাদনে চাষীদেরকে নিরূৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো হবে।

(খ) প্রয়োজনবোধে কালো লবণ উৎপাদন বন্ধ করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হবে।

৫.৭) একর প্রতি লবণ উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ ঃ

একর প্রতি লবণের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হবে ঃ

(ক) পাওয়ার টিলার, পাওয়ার পাম্প, পাওয়ার রোলার ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য চাষীদের উদ্বুদ্ধ করা হবে।

(খ) উন্নতমানের লবণ মাঠ প্রস্তুত ও লবণ উৎপাদনের জন্য লবণ চাষীদেরকে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করার উদ্যোগ নেয়া হবে ।

(গ) একর প্রতি লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে ।

৫.৮) লবণের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ ঃ

লবণের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হবে ঃ

(ক) চাষী কর্তৃক উৎপাদিত লবণের বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগীদের সম্পৃক্ততা যথাসম্ভব হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

(খ) লবণের বাফার ষ্টক গড়ে তোলার মাধ্যমে লবণের মূল্য স্থিতিশীল রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(গ) লবণের অবৈধ অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান বন্ধের বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(ঘ) লবণ উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন, বাজারদর ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যায়ন পূর্বক ত্বড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(ঙ) লবণ পরিশোধন ও ক্রাশিং মিলসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা নিশ্চিত করার ব্যবস্হা গ্রহণ করা হবে।

৫.৯) লবণ চাষীদের ঋণের ব্যবস্থাকরণ ঃ

(ক) লবণ চাষীদের ও লবণ মিল মালিকদের যথাসময়ে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

(খ) লবণ চাষীগণ বিতরণকৃত ঋণ যথাসময়ে পরিশোধ করতে যাতে উদ্বুদ্ধ হন সে ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(গ) লবণ চাষীগণ যাতে কৃষি ঋণের ন্যায় সহজ শর্তে, স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা পেতে পারেন-সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিলী ব্যাংক সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

(ঘ) লবণ শিল্পকে কৃষি ভিত্তিক শিল্প হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের জারীকৃত সারকুলার অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

(ঙ) বর্গাচাষীদের ঋণ প্রদানের বিষয়টি সময়ে সময়ে সরকারী সিদ্ধান্তের আলোকে নির্ধারিত হয়ে থাকে বিধায় তফসিলি ব্যাংক সমূহ সরকারী সিদ্ধান্তের আলোকে বর্গাচাষীদের ঋণ প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

৫.১০) বিশেষ পরিস্থিতিতে লবণ আমদানীর ব্যবস্থা ঃ

(ক) চাহিদার তুলনায় দেশে লবণের উৎপাদন কম হলে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় জরুরী ভিত্তিতে লবণের চাহিদা নিরূপন, লবণ নীতি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক লবণ আমদানীর ব্যবস্থা করবে।

(খ) বিশেষতঃ দেশে রসায়ন শিল্পে ব্যবহার উপযোগী উপাদান সম্বলিত লবণ প্রয়োজন অনুযায়ী আমদানীর ব্যবস্থা করা হবে (অনুমোদন দেয়া হবে)।

৫.১১) লবণ মিলের নিবন্ধন ও লবণ আমদানীর সুপারিশের ব্যাপারে দ্বৈততা পরিহার ঃ

(ক) লবণ মিলের নিবন্ধন বিষয়ে স্ব স্ব সিলিং এর মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বিনিয়োগ বোর্ড নিবন্ধন প্রদান করবে। বিনিয়োগ বোর্ডের সুপারিশক্রমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক লবণ আমদানীর অনুমতি প্রদানের পূর্বে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মতামত/পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

(খ) যে সমস্ত শিল্প কারখানা লবণকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে রাসায়নিক দ্রব্য (কষ্টিক সোডা, ক্লোরিন) উৎপাদন করে সে সমস্ত কারখানার অনুকূলে লবণ আমদানীর অনুমতি প্রদানের পূর্বে আমদানীকৃত লবণের রাসায়নিক উপাদানগতমান (Chemical Composition) যাচাইয়ের বিষয়ে সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএসটিআই হতে সনদপত্র/প্রত্যয়ন পত্র গ্রহণ করতে হবে।

৫.১২) আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ সরবরাহে বিসিক কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ ঃ

আয়োডিন সংমিশ্রনের প্রযুক্তি সরবরাহ, মনিটরিং ও সচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিসিক কাজ করে বিধায় বাজারে ভোজ্য লবণের বাজারদর ক্রেতার ক্রয় সীমার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে বিসিক আয়োডিনযুক্ত লবণ মিলের উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থায় ১৯৯৪ সালের বিধিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৫.১৩) লবণ উপদেষ্টা বোর্ড সক্রিয় করার উদ্যোগ গ্রহণ ঃ

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০০ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং শিম/স্বস□৪/বিসিক(২১)/৯০(ভলিঃ ৫) ১৫৬ (বাংলাদেশ গেজেটে ১ নভেম্বর ২০০১ তারিখে প্রকাশিত) মূলে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রামকে চেয়ারম্যান এবং জেলা প্রশাসক, ক□বাজার এর দপ্তরকে সাচিবিক দায়িত্ব প্রদান করে ১৬ (ষোল) সদস্য বিশিষ্ট লবণ উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করা আছে। গঠিত লবণ উপদেষ্টা বোর্ডকে সক্রিয় করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৫.১৪ লবণের অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

অবৈধভাবে লবণের অনুপ্রবেশ বন্ধের জন্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ ব্যাপারে স্থানীয় জেলা প্রশাসনসহ বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশ (বিজিবি), কোষ্টগার্ড কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণ করবে।

৫.১৫ লবণ জমির সম্প্রসারণ এবং জমির বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ঃ

দেশের দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে নোয়াখালী, বরগুণা, ভোলা, পটুয়াখালী, বাগেরহাট এবং খুলনা জেলার অবশিষ্ট উপজেলায় লবণ চাষ সম্প্রসারণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, যাতে কক্সবাজার-চট্টগ্রাম উপকূলীয় এলাকায় প্রাকৃতিক কারণে লবণ উৎপাদন ব্যাহত হলে উল্লিখিত বিকল্প এলাকায় উৎপাদিত লবণের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হয়। তাছাড়া জমির বহুমাত্রিক ব্যবহারের লক্ষ্যে একই জমিতে লবণ, চিংড়ি এবং ধান চাষের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নিয়াজুল হক
উপ-সচিব।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd